দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 APR 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সরকারী বনাম বেসরকারী

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং মূর্খতা জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। শিক্ষার উন্নতি হইলেই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত হইবে– ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই সরকার আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করিয়াছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করিবার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের প্রতিটি স্থানে স্থাপিত হইতেছে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরেজমিনে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যেখানে কোন এককালে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত ছিল, সেখানে বর্তমান চাহিদা পূরণ করিতে গিয়া আরও ৪/৫টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এমনিভাবে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে দশ সহস্রাধিক। গুটিকয় সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত অধিকাংশই বেসরকারী পর্যায়ের। কার্যক্রমের দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। কেননা, উভয় প্রকারের বিদ্যালয়ই একই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়। উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি এক ও অভিন্ন। অধিকন্তু বেসরকারী বিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তির ক্ষেত্রেও কোন প্রকার বাধা নাই। দেশের মোট ছাত্রসংখ্যার সিংহভাগই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এবং তাহারাও ভবিষ্যতে সমাজের বা রাষ্ট্রের কোন-না-কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করিবার লক্ষ্যে অনেক বলিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশাপাশি বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাগ্যোদয়ের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে না। তাঁহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবহেলিত ও বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। চাকুরীর নিরাপত্তা যেমনই হউক, এক কথায় বলিতে গেলে সরকারী বিদ্যালয়ের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন, বেসরকারী বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষকও তাহা পান না।

বেসরকারী শিক্ষকদের সকল প্রকার দাবী পূরণ করা হইবে– এইরূপ স্বপ্ন শিক্ষকদের মাঝে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিরাজমান। আর এই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে হৃদয়ের মাঝে পোষণ করিতে করিতে এ যাবৎ অনেক শিক্ষকের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আমার কথা হইল, যেখানে নিয়মনীতি বা কার্যক্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং ফলাফলেও তেমন ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় না– সেখানে কতিপয় বিদ্যালয়কে কেন সরকারী করা হইল এবং বেসরকারী বিদ্যালয়কে কেন বেসরকারী হিসাবে রাখা হইতেছে? বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

–মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান,
সহকারী শিক্ষক,
আকুবপুর ই, এ, বি,পি উচ্চ বিদ্যালয়,
মুরাদনগর, কুমিল্লা।